Mid-South Bengal Association

শারদীয়া পূজা বার্ষিকী ১৪৩৩

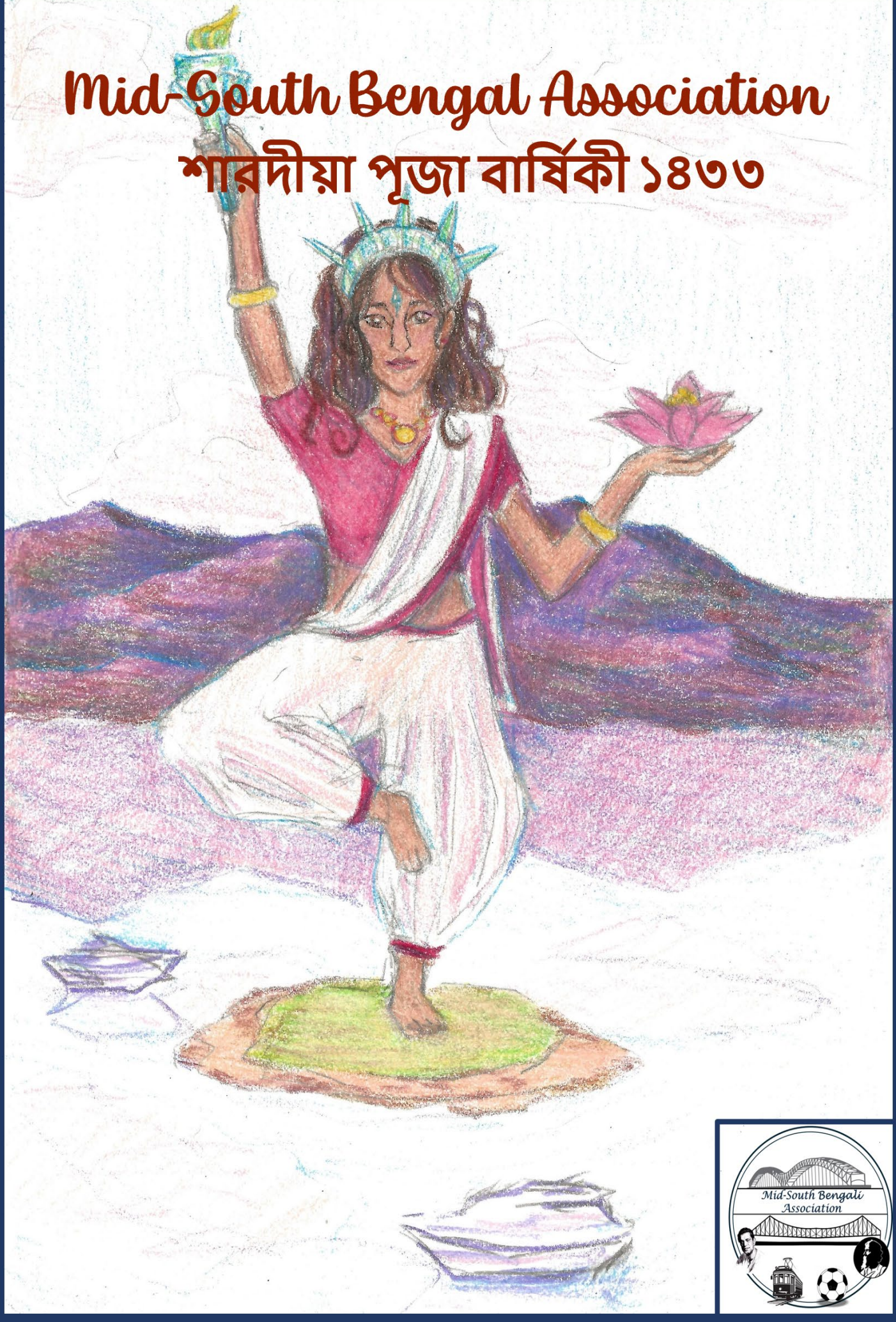

Mid-South Bengali Association (MSBA), Memphis
Executive Committee 2025-2027

Arjun Sardar,
President

Partha Narayan Dey,
General Secretary

Julie Basu-Ray,
Cultural Secretary & Director of Creative & Decor

Abhishek Ganguly
Joint Treasurer

Aarti Sardar,
Jt. Food Secretary

Mohua Lahiri,
Jt. Food Secretary

Ekanka Mukhopadhyay,
Joint Treasurer

Natasha Dutta ,
Social Media Team

Soham Sengupta
Social Media Team

সম্পাদকীয়!!

আবার শরৎ এসেছে। আর শরৎ এলেই, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, বাঙালি মন যেন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। মেমফিসের দীর্ঘ গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে, সকালের বাতাসে যখন একটু শীতলতার ছোঁয়া লাগে, আকাশটা যখন আরও পরিষ্কার আর নীল হয়ে ওঠে—তখন মনের অজান্তেই কোথা থেকে যেন ভেসে আসে সেই চিরপরিচিত অনুভূতি— মা আসছেন।

বাংলা থেকে আমরা আজ হাজার হাজার মাইল দূরে। এখানে হয়তো শরতের সকালে শিউলি-ঝরা পথ নেই, রাস্তার ধারে কাশফুলের সাদা ঢেউ নেই, পাড়ার মোড়ে বাঁশ বেঁধে প্যান্ডেল তৈরির ব্যস্ততাও নেই। তবু সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এলেই মনটা ফিরে যায় সেই ফেলে আসা দিনগুলিতে। মনে পড়ে মহালয়ার ভোর, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ, নতুন জামার গন্ধ, ঢাকের আওয়াজ, ধুনুচির ধোঁয়া, অঞ্জলি, ভোগ আর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরার আনন্দ। সময়ের সঙ্গে বুঝেছি, দুর্গাপূজা আসলে শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। আমার কাছে এটি ফিরে আসার উৎসব—নিজের শিকড়ের কাছে, নিজের সংস্কৃতির কাছে, পুরোনো স্মৃতির কাছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, একে অপরের কাছে ফিরে আসার উৎসব।

আর এ বছর MSBA পরিবারের কাছে সেই আনন্দ আরও বিশেষ। এবার মা আসছেন নতুন রূপে—আমাদের নতুন প্রতিমায়।

এই নতুন প্রতিমাকে ঘিরে আমাদের সকলের মধ্যেই যে আনন্দ ও প্রত্যাশা আমি দেখেছি, তা সত্যিই আমাকে আবেগাপ্লুত করে। একটি প্রতিমা শুধু মাটি, রং কিংবা একজন শিল্পীর অসাধারণ সৃষ্টিই নয়। ধীরে ধীরে সেটি একটি সম্প্রদায়ের আবেগের অংশ হয়ে ওঠে। তার সামনে আমরা প্রার্থনা করি, আমাদের সন্তানরা দাঁড়িয়ে ছবি তোলে, ঢাক বাজে, অঞ্জলি হয়, সন্ধিপূজার প্রদীপ জ্বলে—আর বছরের পর বছর তার সঙ্গে জুড়ে যেতে থাকে অসংখ্য মানুষের ব্যক্তিগত স্মৃতি। তাই আমার কাছে MSBA-র এই নতুন প্রতিমা শুধুমাত্র নতুন একটি সংযোজন নয়; এটি যেন আমাদের আগামী দিনের স্মৃতির সূচনা।

আজ যে শিশুটি বাবা-মায়ের হাত ধরে প্রথমবার এই প্রতিমার সামনে দাঁড়াবে, কয়েক বছর পর হয়তো সে-ই বন্ধুদের সঙ্গে পুজোর অনুষ্ঠানে অংশ নেবে। আরও কয়েক বছর পরে হয়তো MSBA-র কোনো দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে। একদিন তার কাছেও এই প্রতিমা হয়ে উঠবে শৈশবের দুর্গাপূজার পরিচিত মুখ।

আমাদের সন্তানদের অনেকেরই জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই দেশে। আমাদের শৈশবের বাংলাকে তারা দেখেনি। হয়তো তারা জানে না পুজোর আগে পাড়ার মণ্ডপে দিনের পর দিন কীভাবে কাজ চলত, ষষ্ঠীর সকালে নতুন জামা পরে বেরোনোর উত্তেজনা কেমন ছিল, কিংবা দশমীর বিকেলে প্রতিমা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ পাড়াটা কতটা ফাঁকা মনে হতো। কিন্তু তারা তৈরি করছে তাদের নিজের স্মৃতি—এখানেই, মেমফিসে। তাদের কাছে দুর্গাপূজা মানে হয়তো MSBA। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া, নতুন পোশাক, মায়ের সামনে অঞ্জলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান বা নাচ, একসঙ্গে খাওয়া, হৈচৈ করা—আর সারাদিন বাবা-মাকে কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত দেখতে পাওয়া। এই স্মৃতিগুলোই একদিন তাদের কাছে হয়ে উঠবে নিজের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কের সেতু।

আর আশ্চর্যভাবে প্রকৃতিও যেন আমাদের এই আয়োজনের পাশে এসে দাঁড়ায়। বাংলার কাশফুল নেই—তবু শরৎ আছে। শিউলির গন্ধ নেই—তবু অপেক্ষা আছে। পাড়ার প্যান্ডেল নেই—তবু ঢাক আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—আমাদের মানুষগুলো আছে।

আমাদের পুজোর সবচেয়ে সুন্দর দিকও বোধহয় এখানেই। আমরা প্রত্যেকে আলাদা পরিবার থেকে এসেছি, বাংলার বিভিন্ন শহর-গ্রাম থেকে এসেছি, জীবনের পথ ধরে বিভিন্ন সময়ে এই দেশে পৌঁছেছি। আমাদের পেশা আলাদা, ব্যস্ততা আলাদা, মতামতও সবসময় এক নয়। কিন্তু মায়ের সামনে এসে আমরা আবার এক হয়ে যাই। এই পুজো তখন আমার বা আপনার থাকে না—এটি হয়ে ওঠে আমাদের পুজো।

এই "আমাদের" শব্দটিই আমার কাছে MSBA-র সবচেয়ে বড় শক্তি। নতুন প্রতিমাকে ঘিরে তাই আমার একটাই আশা—মা শুধু আমাদের মণ্ডপ আলোকিত করবেন না, আমাদের এই একসঙ্গে থাকার বন্ধনকেও আরও দৃঢ় করবেন।

এই পত্রিকার প্রতিটি লেখা, প্রতিটি ছবি, প্রতিটি আঁকার জন্য সকল লেখক, শিল্পী, শিশু-কিশোর এবং তাঁদের পরিবারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর আমাদের দুর্গাপূজাকে সফল করতে যাঁরা সামনে কিংবা নেপথ্যে থেকে নিরলসভাবে কাজ করছেন—তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ।

শুভ শারদীয়া।
শুভ দুর্গোৎসব।
MSBA পরিবারের সকলকে আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

— পার্থ নারায়ণ দে
সম্পাদক, Sharodiya Patrika 2026
Memphis Sandesh Bengali Association (MSBA)

The Magazine Cover- By Ishika Sen (age 17)

Her thought behind the art-

"Blending Durga Puja and America250, an amalgam of Maa Durga and Lady Liberty, both iconic personifications of feminine power, protection, and freedom."

Ishika is a senior at White Station High School. She loves learning languages, making art, and reading novels. She is the daughter of Suheeta and Saunak Sen.

From the President's Desk

Dear MSBA Family,

As we welcome Maa Durga once again, I want to thank everyone who continues to support MSBA and our community.

Durga Puja is more than a celebration. It brings us together with family and friends, keeps us connected to our culture, and gives us an opportunity to pass these traditions and memories on to our children here in Memphis.

Over the past year, we have worked hard to make our events better for everyone. Moving to new and better venues has given us more space, better facilities, and an overall better experience for our community. This year is even more special as we welcome our new Durga Protimas. Our previous Pratima's were part of MSBA for 11 years, and bringing the new Pratima's was truly a community effort. Thank you to everyone who contributed and helped make it possible.

A very special thank you to my Executive Committee. I see firsthand the time, effort and heart this team puts into MSBA while balancing work and family. Much of that work happens behind the scenes, and I truly appreciate everything they do.

And to our volunteers—you are the strength of MSBA. Every time we need help, you step up. From Puja, food and cultural programs to décor, the magazine, logistics, setup and cleanup, you make our events possible.

We are also looking ahead and taking important steps toward becoming a 501(c)(3) nonprofit organization. But as we grow, one thing will not change: MSBA belongs to all of us. Our members, volunteers, sponsors, families and children make this community what it is.

It is a privilege to serve as your President. We may not get everything right every time, but this team gives its best and puts its heart into what we do.

This Durga Puja, enjoy the Puja, food, cultural programs and plenty of adda. Spend time with family and friends, and let's make some great memories together.

Thank you for your trust, your support, and for being part of MSBA.

May Maa Durga bless you and your families with good health, happiness and prosperity.

শুভ শারদীয়া।
Arjun Sardar

President, MSBA 2025–2027

ভারতের স্বাধীনতার (বাস্তব) ইতিহাস

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রথম ভাগ (PART 1)

(১৭৫৭) বণিকের বেশে এসেছিল যারা কলকাতা বন্দরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে—
ছলে-বলে-কৌশলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।
তারা তো সহজে ছাড়েনি এদেশ অহিংস-অসহযোগিতার আন্দোলনের চাপে,
ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস, এই স্বাধীন দেশে আজ জানে কজনে।

লর্ড ডালহৌসীর কূটনীতি আর রনকৌশলই, ভারত ভূখণ্ড ইংরেজের শাসনাধীনে এনেছিল।
মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ প্রতিনিধি চলাতো স্বৈরতন্ত্রিক দাসত্বেররাজ—কঠোর শাসন আর শোষণ।
রাজতন্ত্রের অবমাননা, বিরোধিতা রোধে, শুরু করে তারা জনসমাবেশের উপর প্রতিবন্ধী,
মিটিং-মিছিলে অত্যাচার—শান্তিপূর্ণ গন-আন্দোলনকে ঠেলে দিয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের পথে।

বিভিন্ন স্থানে মুক্তি সংগ্রামের সংগঠন ও অনুশীলন, তরুন-তরুণীদের দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করে।
ইংরেজের প্রধান অস্ত্র-divide and rule-প্রয়োগে নানাভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদের প্রচেষ্টা।
যেমন বড়লাটের খেতাব, পুরস্কার, পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে প্রভুভক্ত স্বদেশী নিয়োগ করেছিল।
সেই দালালদের অপপ্রচার ছিল, ব্রিটিশই মোদের যোগ্য শাসক, ভাগ্য বিধাতা—চাই না স্বরাজ।

(১৯০২) লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের আদেশের প্রতিবাদে, গর্জে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে,
ব্রিটিশ রাজের নানা ছলচাতুরি পারেনি তখন ভাঙতে এই দেশ-জাতিকে, ধর্মের অজুহাতে।
(১৯০৫) ব্যারাকপুরের সিপাহী বিদ্রোহের খবরে, শুরু হয় ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলন।
(বৃহত্তর) বাংলার বুকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে—বালেশ্বরের সম্মুখ সমর,
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং প্রথম স্বতন্ত্র ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা, এক স্মরণীয় ঘটনা।

সময়ে সময়ে, কলকাতায় একের পর এক ব্রিটিশ গভর্নর আর শাসকদের দিবালোকে হত্যা;
দিল্লীর পরিষদ ভবনে বোমা নিক্ষেপ, পাঞ্জাব ও অন্যত্র সন্ত্রাস—সরকারের ঘুম কেড়ে নেয়।
সুদূর ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, পাঠানো হয়েছিল চরম শাস্তির নির্দেশ।
(১৯৪২) বাংলার খরা, শাস্তি স্বরূপ খাদ্য আমদানি রোধে—কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে হলো লক্ষ মানুষের মৃত্যু।

প্রভুভক্ত উচ্চপদস্থকর্তারা, বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেয়, প্রচেষ্টা চলে গুপ্ত ঘাঁটি ও কার্যকলাপ বন্ধের,
সন্দেহবশে নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসবাদী অভিযুক্তে লাঞ্ছনা—জনগণকে ক্রমশ ক্ষুব্ধ করে তোলে।
হাজার হাজার দেশপ্রমীর হলো জেল, বহু মুক্তিযোদ্ধার যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও দ্বীপান্তরে নির্বাসন,
অনেকে ফাঁসির কাঠগড়ায় হাসিমুখে শহিদ হলো, আন্দোলন দাবাতে চলে—বিচারের নামে অবিচার।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়েছিল (নেতাজী সুভাষ) বোস, দেশের বাইরে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে—
অভিপ্রায় ছিল, হান্তে আঘাত ব্রিটিশ রাজের—চেয়েছিল তাদের পরাজয়ে হবে ভারত স্বাধীন।
পায়নি সে সাড়া দেশ-নেতৃত্বের, যারা চেয়েছিল স্বাধীনতা পেতে, বিদেশীর পরিকল্পিত অহিংসার পথে।
(১৯৪৩) সেই আজাদী বাহিনীর অভিযান—এসেছিল তারা কোহিমা, ইম্ফল পেরিয়ে আসাম প্রান্তে,
ভারতের জয় গান গেয়ে, বিজয় পতাকা হাতে।
দখলকারী ব্রিটিশ সরকার, চালায় মিথ্যা প্রচার জাপানী আক্রমণ বলে—যুদ্ধ ঘোষণা করে,
আপ্রাণ লড়ায়ের পর আত্মসমর্পণ করলো আজাদী ফৌজ, নিখোঁজ হলো নেতাজী সুভাষ।

দিল্লী-লালকেল্লার বিচারালয়ে, বন্দী ফৌজীদের বয়ানে— তাদের দেশভক্তির প্রমাণ মিলে,
পরাধীন দেশের নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও জাতীয় নেতাদের তীব্র প্রতিবাদে,
ব্রিটিশ প্রশাসক ঐ মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুপক্ষ বলে সাজা দিতে ব্যর্থ হলো।
সেই খবর ছড়িয়ে পরায়, দেশবাসী আজাদ হিন্দ সেনাদের অদম্য সাহসের প্রতি শ্রোদ্ধা জানালো।

প্রায় ১০০ বছরের রক্তঝরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্পূর্ণ ইতিহাস,
বীর-বীরাঙ্গনাদের আত্মদান—পেলনা তারা যোগ্য সম্মান স্বাধীন ভারতে।
ভুলে গেল দেশবাসী তাদের নাম, সময়ের সাথে সাথে॥

ভারতের স্বাধীনতার (বাস্তব) ইতিহাস

দ্বিতীয় অংশ (Part 2)

(১৯১৫) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, দুই দশকেরও বেশী দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতি করে,
দেশে ফিরে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে, শুরু করলো অহিংস-অসহযোগিতার আন্দোলন।
(১৯১৯) জালিয়ানওয়ালাবাগে, রাওলাট আইনের (মৌলিক অধিকার রোধ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদে,
শাসকের নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালনায়, হাজার-হাজার নিহত এবং অগণিত আহত হয়।
সেই গণহত্যার কলঙ্কটি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি টার্নিং-পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত।

সারা দেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে ক্ষোভের জন্ম নেয়—প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।
ইংরেজ ভারত ছাড়ো আন্দোলন—একদিকে সশস্ত্র বিপ্লব আর অহিংস সত্যাগ্রহ গণজাগরণ।
দুই দশকেরও বেশী চলে সেই মুক্তি আন্দোলন, যা নানাভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে পঙ্গু করে।
এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত—পরাজয়ের মুখে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য যখন অস্তগামী,
ভারতের সৈন্যদের যুদ্ধে সাহায্যের বদলে, স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এলো বড়লাটের থেকে।

বিভক্ত ভারত স্বাধীন হলো ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট, সসম্মানে ইংরেজ বিদায় নিলো।

ধর্মের অজুহাতে —সৃষ্টি হল পাকিস্তান, ব্রিটিশের দেশ বিভাজনের প্রচেষ্টা সার্থক হলো।
জাতীয় কংগ্রেসের নেহেরু এবং মুসলীম লীগের জিন্না, প্রধান মন্ত্রী হলো দূই দেশের।
যারা ছিলো এক জাতি, প্রতিবেশী, একই ভাষী, পথসাথী—ধর্মের নামে হলো দেশহারা।
দেশভাগের বিষে, রক্তের বন্যা বইলো—দুই প্রান্ত থেকে শরণার্থীরা উপচে পড়লো।

স্বাধীনতা এলো, শাসক পাল্টালো, কিন্তু ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় প্রশাসন চললো।
বিদেশী শাসকের দাস—যারা করেছিল নিরীহ মানুষের উপর নৃশংস অত্যাচার,
হলো না বিচার, পেলো না সাজা তারা, স্বাধীন দেশের গণআদালতে।
কিছু সেই কালো সাহেব, আশ্রয় নিল বিলেতে, প্রতিশোধের ভয়ে।
(আর) যারা ছিল সুযোগ সন্ধানী, অনেকেই হলো দেশের ভাগ্য বিধাতা।
কেউবা স্বাধীনতা সংগ্রামী সেজে—পুরস্কৃত হলো, নিলো সরকারি ভাতা।

অনেকের মতে, স্বাধীনতার বিনিময়ে দেশ নানা চুক্তিতে বদ্ধ, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের জালে,
লুটে নিলো যারা অজস্র ধন-সম্পদ, সংরক্ষিত তাদের ভান্ডারে, আর সাজানো মিউজিয়ামে;
স্বাধীনতার সাত-দশক পেরিয়ে, রাজনীতিক দলের বদল হলো, কত নেতা এলো-গেলো।
সম্মিলিত আওয়াজ ওঠেনি আজও ফিরিয়ে আনার, লুটে নেয়া সব দেশের অমূল্য সম্পদ।
নেতাজী সুভাষ বসুর অন্তর্ধান নিয়ে, কমিশন বসলো বার কয়েক—সরকারি ঘোষণা হলো না।
প্রশ্ন উঠছে, তার জীবনাবসানের সত্যতা প্রকাশে, দেশ কি আজও গোপন চুক্তিতে বাক্স বন্দী।

স্বাধীন দেশে গান্ধীজি হলেন জাতীর জনক-মহাত্মার খেতাবে পেলেন দেশবাসীর সম্মান।
প্রচার হয়েছে দেশে, ভারত হয়েছে স্বাধীন অহিংসার পথে, বিশ্ববাসী সেটাই জানে সত্য।
সশস্ত্র সংগ্রামী যারা শহীদ হলো, পেলোনা ন্যায্য সম্মান—ইতিহাসের পাতায় নেই তাদের নাম।
সাত দশক পেরিয়ে গেল, নতুন প্রজন্মের মানুষ জানলো না স্বাধীনতার (সম্পূর্ণ) ইতিহাস।

(স্বীকৃতি: স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত ডাঃ উপেন্দ্র কিশোর গুপ্তের গ্রন্থাবলী
"ভারতের মুক্তি সংগ্রাম" থেকে অনুপ্রাণিত, জীবনকাল ১৮৯০ - ১৯৮২)।

Dipankar Dasgupta *moved to Memphis in January 1997 as a faculty member of the University of Memphis. Apart from his teaching profession, he has been in search of truth in life and has written several poems in the Bengali language. These poems are the expression of his thoughts and not to hurt any individual or faith.*

Artist: Neev Sharma *is a Freshman in White Station High School. He loves designing and building things hence he is a part of the Robotics and Science Olympiad school teams. He also enjoys soccer and coding.*

Artist: Aayra Banerjee, *Art crazy, always helpful, Yoyo crazy, Riverdale raiders, always loving.*

Artist: Satyaki Biswas (10) *is a 5th Grade student at Bon Lin Elementary at Bartlett. He likes playing soccer, drawing, collecting Pokémon cards and making paper airplanes.*

Artist: Ahona Biswas (7) *is a 2nd Grade student at Bon Lin Elementary at Bartlett. She likes drawing and playing soccer.*

নিশোবা চার্চ থেকে MSBA - আমার ত্রিশ বছরের মহালয়া

ত্রিশ বছর আগে মেমফিসে পুজো ছিল মাত্র ২৫ জন লোক, একটা ছোট্ট চার্চ - নিশোবা। মহালয়া তখন MSBA-র ইভেন্ট ছিল না। মহালয়া হতো Late Dr. ভবানী চক্রবর্তী-র বাড়িতে, খুব সীমিত কয়েকজনকে নিয়ে। সেখানেই আমি আমার ছেলে-মেয়ে কে নিয়ে প্রোগ্রাম করতাম। ওরা তখন ছোট, দেশ থেকে ছোটবেলায় এসেছে। বাড়িতে বাংলা চর্চা রেখেছিলাম বলে বাংলা খুব ভালো বলতো।
উনি ২০১২ সাল পর্যন্ত এই ধারা টা টেনে নিয়ে গেছেন। তারপর উনার স্ত্রী-র অসুস্থতার জন্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। তখন আমার খুব খারাপ লাগতো। মনে হতো, মহালয়া টা যদি সবাইকে নিয়ে করা যায়, সবাই যদি এক সাথে বসতে পারে! তাই বছর তিন হলো, আমি সেই ছোট্ট ঘরোয়া মহালয়া টা কে ধরে MSBA-র ইভেন্টে পরিণত করেছি। যাতে ২৫ জন নয়, ৩০০ জন এক সাথে বসে মহালয়া-র ভোর দেখতে পারে। আমরা সবাই মিলেই করি - কেউ গান, কেউ আবৃত্তি, কেউ পাঠ, কেউ মাইক-লাইট সামলায়। এটা কারোর একার পুজো না, এটা আমরা সবার পুজো। আজ আমার ছেলে-মেয়ে অনেক বড়, দুজনেই ডাক্তার, কর্মস্থলে ব্যস্ত, চাইলেই আসতে পারে না। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছে টা - সবাইকে নিয়ে মহালয়া করা - আজ সার্থক।

Late Dr. ভবানী চক্রবর্তী-র শুরু করা সেই প্রদীপ টা আমরা সবাই মিলে আজও জ্বালিয়ে রেখেছি, শুধু একটু বড় করে। আমরা ত্রিশ বছর ধরে পুজো করিনি, একটা বাড়ি বানিয়েছি।

Late Dr. ভবানী চক্রবর্তী-কে প্রণাম জানিয়ে, শুভ মহালয়া, শুভ শারদীয়া, -আমরা সবাই, MSBA Memphis

ফিরে আসা

শিউলি তলায় আর কেউ নেই,
তবু ফুল পড়ে আছে।
মেমফিসের জানালায় ভোর চারটে,
একই গলা বেজে উঠেছে।

গঙ্গা অনেক দূরে,
মিসিসিপি বয়ে যায়।
মা আসছে, মা আসছে,
ঢাকের শব্দে জানা যায়।

উঠোনটা নেই আর,
স্মৃতিটা আছে পড়ে।
পুজো মানেই ফিরে আসা,
যতই থাকি দূরে।

Alpana Ganguli — MSBA (তিরিশ বছরের সদস্য !!)

টান

Manjushree Ganguli

বাড়িটা বিক্রি করে দিলাম, বিক্রি করেছিলাম বললে ভুল হবে, বলা উচিত- বিক্রি হয়ে গেল, চারিদিকে ধার আর ধার, পাওনাদারদের তাগাদায় অস্থির হয়ে, আমার-প্রাণের-বাড়িটাকে বিক্রি করে দিলাম। আমি ধার-মুক্ত।

যাই হোক, প্রায়ই আমি ওই পাড়ায়, মানে আমার-ওই-বাড়িটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করতাম। আমার-বড় ভালো লাগাতো। একদিন বুলডোজার দেখলাম, বুঝলাম ওরা আমার সাধের বাড়িটা ভেঙে ফেলবে। সারা রাত ধরে চোখের জল ছাড়া আরকিছু ছিলনা, বাড়ি ছাড়া জায়গাটা হয়ে গেলো একটুকরো মাঠ, আমি প্রায়ই সেই শূন্য মাঠে - আমার - ইউক্যালিপটাস গাছের ছাওয়ায় বসতাম। এর বাতাস আর - শোন শোন শব্দ আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতো।

আমার একটা ছোট্ট Kitchen Garden ছিল, বুলডোজার এর ঘায়ে তা কোথায় মুছে গেছে! না-না আমার - যে আজকাল কি- হয়েছে! এর কিছুতেই যে কোনো অধিকার নেই আমার। কেন ভুলে যাই আমার বাড়িটা বিক্রি করে আমি চলে এসেছি।

আবার ফিরে যাই সেই গল্পে।

ঝরে পড়া শুকনো ডাল আর পাতায় ছোট্ট জমি টুকু ভোরে থাকতো , ভোরে পরিষ্কার করতে ভালো লাগতো, কেউ আমাকে কিছু বলতোনা, ওরা কি বুঝতে আমার এই হারিয়ে যাওয়ার কষ্ট, নিয়ে যেতাম একটা চেয়ার-

আর দু মুঠো পাখির খাবার ছড়িয়ে দিতাম, ওরা ভিড় করে এ এসে আনন্দে কত কথা বলতে বলতে খেতো। ওদের আনন্দে আমার ভারী তৃপ্তি হতো। রোজই-রোজই দেখতে যেতুম। একদিন যেতে একটু দেরি হয়ে গেছিল। রোজের মত আমি পাখী খাওয়াচ্ছি, এমন সময় দূর থেকে ভেসে আসছে একটি চেনা গান, এখন তো স্কুল ছুটি চলছে ওদের আনন্দের আর শেষ নেই। ওই গান এর সুর এ যে কত কথা মনে পরে যায়। সে যে অনেক কথা আপনাদের ধার্য থাকবে না তাই র কথা বাড়াবোনা।

তারপর সেই দিন যার পরে আর-কিছু মনে নেই, দিনটি খুব ভালো ছিল, বিকেল একটু মেঘলা, অনেকবার ভাবলুম আজ আর যাবনা, বেলা প্রায় পড়ে এসেছে; কিন্তু বুঝলেন কে যেন আমায় টেনে নিয়ে গেলো। আমি আমার সেই চেয়ার , ব্যাগ আর দু মুঠো পাখির খাবার দানা নিয়ে ছোট সাদটিতে গিয়ে বসলাম। একমনে পাখির-কলরব আর তাদের আনন্দের মাঝে আমার মন ডুবে গিয়েছিল এমন সময় হঠাৎ এমন সময় মেঘের গর্জন আর বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, আর আমি দৌড়োতে লাগলম্।

তারপর পড়ে গিয়ে আমার মাথায় যেন কিসের-সাথে জোরে ধাক্কা লাগলো আমি আর কিছু ই জানিনা, আপনারা কিছু জানেন তৎপর আমার কি হয়েছিল?

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে মা এর ছবির থেকে বাসি ফুল টা ফেলে একটা টাটকা ফুল দিলো শুক্লা।

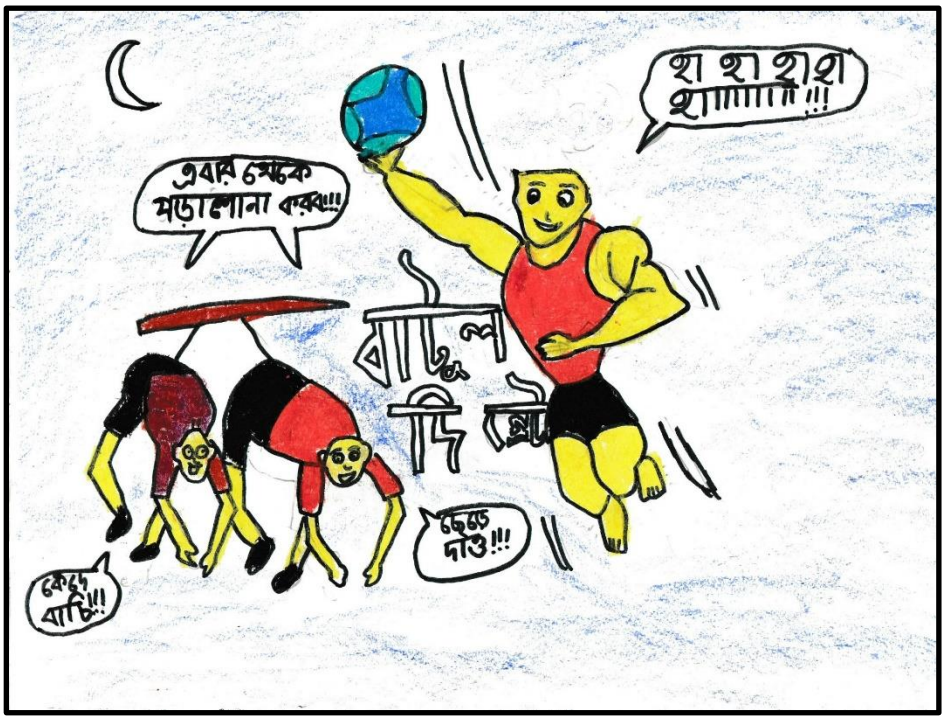

Artist: Aryan Koley, **আরিয়ান** ওয়েস্ট কলিয়ারভিল মিডল স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। সঙ্গীত তার খুব প্রিয়, বিশেষ করে গিটার বাজানো। সে "SpecTaal" নামে একটি দেশি গানের ব্যান্ডের সদস্য। গানের পাশাপাশি আরিয়ান ক্রিকেট খেলতে, ছবি আঁকতে এবং অভিনয় করতে ভালোবাসে।

Artist: Niloy Mukhopadhyay

রাজা রামমোহন রায় — আমার Idol!
বাংলার নবজাগরণের পথপ্রদর্শক

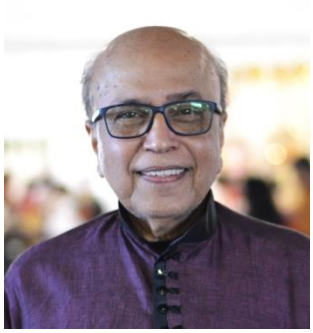

সঞ্জয় গাঙ্গুলি

উনবিংশ শতাব্দীতে যে মনীষীটি আমাদের প্রগতিশীল ইতিহাসের অন্ধকার থেকে আধুনিকতার চেতনায় উত্তীর্ণ করেছিলেন, সমাজসংস্কার, শিক্ষা ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭২ সালে হুগলি জেলার এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অনুসন্ধিৎসু। তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন।

ছোটবেলা থেকেই রামমোহনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌতূহল তাঁকে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ে প্রশ্ন করতে শেখায়। তৎকালীন সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং নারীদের প্রতি নানা অবিচার তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি যুক্তি ও মানবিকতার আলোকে সমাজকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছিলেন।

নারীদের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি দৃঢ়ভাবে আন্দোলন করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, লেখালেখি ও জনমত গঠনের ফলে ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত সতীদাহ প্রথা আইন করে বন্ধ করে।

শিক্ষার প্রসারেও রামমোহনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী শিক্ষা এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় সমাজকে এগিয়ে নিতে তিনি এমন শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে ছিলেন, যা নতুন প্রজন্মকে বিশ্বের আধুনিক জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত করবে।

সমাজসংস্কারের পাশাপাশি ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল যুগান্তকারী। একেশ্বরবাদী ও যুক্তিনির্ভর ধর্মভাবনার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজ গঠনের উদ্যোগ নেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ধর্মকে কুসংস্কার ও আচারসর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে নৈতিকতা, মানবতা ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা।

১৮১৪-১৫ সালের সময়ে রামমোহনের চিন্তা ও সমাজসংস্কারের কাজ আরও সংগঠিত রূপ পেতে শুরু করে। পরে ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন একটি স্থায়ী ভিত্তি লাভ করে।

১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ হওয়া তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। নারী অধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে এই পরিবর্তন ভারতীয় সমাজে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষেও সোচ্চার ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রকে জনমত গঠন, সমাজের অসঙ্গতি তুলে ধরা এবং মানুষের মধ্যে নতুন চিন্তার প্রসারের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তাঁর লেখনী ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় জনপরিসরের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানে ভারতীয় স্বার্থ ও বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ চালিয়ে যান। ১৮৩৩ সালে ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু হয়।

রামমোহনের চিন্তাধারা কেবল তাঁর সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; তাঁর প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তিবাদ, মানবিকতা, নারীশিক্ষা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা এবং আধুনিক শিক্ষার যে ভিত্তি তিনি নির্মাণ করেছিলেন, তা বাংলার নবজাগরণের পথ প্রস্তুত করে।

প্রেসিডেন্সি-সহ আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার প্রসারের যে পরিবেশ উনবিংশ শতকে গড়ে ওঠে, রামমোহনের চিন্তা তার অন্যতম প্রেরণা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল প্রাচীন জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও আধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচিত হওয়া জরুরি।

রামমোহনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি নিজের সময়ের বহু প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্ন করার সাহস দেখিয়েছিলেন। সমাজে যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেটিই যে সবসময় সঠিক নয়—এই বোধ তিনি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর কাছে সংস্কার মানে ছিল সমাজকে তার মানবিক ও যুক্তিসঙ্গত ভিত্তির দিকে এগিয়ে নেওয়া।

আমার কাছে রাজা রামমোহন রায় তাই শুধু একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন; তিনি সাহস, যুক্তি, মানবিকতা ও পরিবর্তনের প্রতীক। সমাজের ভুলকে প্রশ্ন করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে এগিয়ে নেওয়ার যে আদর্শ তিনি রেখে গেছেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—একজন মানুষের চিন্তা ও সাহস একটি সমাজের গতিপথ বদলে দিতে পারে। সেই কারণেই রাজা রামমোহন রায় আমার কাছে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব এবং সত্যিকার অর্থে একজন 'Idol'।

অবসরপ্রাপ্ত মন্মথ

মিলি পাল

মন্মথবাবু আজ অবসর নিয়েছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর চাকরি করার পর অফিসের শেষ দিনটিতে সহকর্মীরা তাঁকে ফুল দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল। সবাই বলেছিল, "এবার নিশ্চিন্তে জীবন কাটান।"

কিন্তু বাড়ি ফিরে মন্মথবাবু বুঝলেন, অবসর মানে শুধু অফিসে না যাওয়া নয়—হঠাৎ করে জীবনের অনেকটা সময় ফাঁকা হয়ে যাওয়া।

প্রথম কয়েকদিন তিনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতেন। আগে ঠিক দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছানোর তাড়া থাকত। এখন কোথাও যাওয়ার নেই। স্ত্রী বললেন, "এতদিন সংসারের জন্য ছুটেছ, এবার নিজের জন্য একটু বাঁচো।"

মন্মথবাবু হাসলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবলেন, "নিজের জন্য বাঁচা বলতে কী বোঝায়?"

একদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে তিনি পাড়ার ছোট্ট পার্কে কয়েকজন ছেলেমেয়েকে বসে থাকতে দেখলেন। তারা স্কুলের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে, কিন্তু অঙ্কের একটি সমস্যা নিয়ে সবাই আটকে গেছে। মন্মথবাবু কাছে গিয়ে সমস্যাটি বুঝিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের মুখে আনন্দ দেখে তাঁর নিজের মনও আনন্দে ভরে গেল।

পরদিন তারা আবার তাঁকে ডাকল। ধীরে ধীরে মন্মথবাবু প্রতিদিন বিকেলে পার্কে বসে পড়াতে শুরু করলেন। কেউ অঙ্ক শিখল, কেউ বাংলা পড়ল, কেউ জীবনের গল্প শুনল তাঁর কাছে।

কয়েক মাস পর পাড়ার লোকেরা তাঁকে "মন্মথ স্যার" বলে ডাকতে শুরু করল।

একদিন তাঁর পুরোনো অফিসের এক সহকর্মী এসে বললেন, "মন্মথদা, অবসর নিয়ে তো বেশ ব্যস্ত হয়ে গেছেন দেখছি!"

মন্মথবাবু মৃদু হেসে বললেন, "চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি, জীবন থেকে নয়।"

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় তাঁর মনে হলো, জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নতুন একটি অধ্যায়ের শুরু হয়েছে আরও সুন্দরভাবে।

তিনি বুঝলেন—অবসর মানে থেমে যাওয়া নয়; বরং নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অন্যের জীবনে আলো জ্বালানোর নতুন সুযোগ।

মন্মথ বাবুর স্ত্রী সুরমা খুব ভালো সেলাই করতে পারতেন, তাই তিনি ঠিক করেলেন পাড়ার মেয়েদের ডেকে বলবেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সেলাই শিখতে চাও, আমাদের বাড়িতে এসো। সুরমা তোমাদের শেখাবে। মেয়েরা অতি উৎসাহে সুরমার কাছে আসতো , শুধু সেলাই নয়, বড়ি দেওয়া, আচার বানানো। টমেটোর সস, জ্যাম্, জেলি আরও কত কি যে শিখতো তা আর লিখে কাজ নেই । সে এখন পাড়ার মেয়েদের সুরমা ম্যাম্। স্বামী স্ত্রী এখন পাড়ার ছেলে মেয়েদের স্যার ও ম্যাম্ এমন ভাবে অবসর জীবন কাটাতে পারলে ভালোই... আপনারা কি বলেন!!!!!

Mishika Mukhopadhyay: Kauai-er shobcheye shundor hiking trail-gulor moddhe eta ekta. Ei trail-ta pray 11 mile lomba ebong Kauai-er opurbo Nāpali Coast-er moddhhey diye gechhe. Ei poth diye hatte hatte dekha jay shomudrer dhare unchu pahar, shobuj ghera tropical valley, aar onek hidden beaches. Amader asha, bachchara ei dhoroner experience aro beshi shomoy baire prokritir majhe katak. Tara prokritike kachh theke dekhuk, upobhog koruk, aar prokritir shonge ek hoye uthuk!

The Currency of Memories

By Arijit Basu

The screen glowed in the quiet room, a sharp contrast to the soft autumn light filtering through the window. On the digital canvas layout, a simple caption stood waiting to be published: **AgeOfHashtag**.

The Soul of Bengal: Durga Puja

At the very core of Bengal's cultural identity is **Durga Puja**, a grand autumn festival that transcends mere religious observance to become an unparalleled celebration of art, community, and emotion. During these five days, the entire state transforms into an open-air gallery. Temporary architectural marvels known as *pandals* rise in every neighborhood, housing magnificent clay idols of the goddess Durga crafted by the master artisans of **Kumartuli**. The air fills with the resonant beat of the *dhak* (traditional drums), the fragrance of burning incense, and the laughter of families reunited. It is a time when heritage comes alive, embodying the ultimate spirit of homecoming, inclusivity, and creative expression.

I looked at the last photograph that I had taken of a Durga idol. When the thumb had clicked the camera button all those years ago, little did I know it would mark the end of an era—the very last time I would go pandal-hopping with my parents. Now, as the calendar rolled **from one Mahaastrami then to another Mahaastrami today**, that frozen digital frame felt less like a photo and more like a bridge to a life left behind.

I stared at the image, wishing I had one more lifetime just to hold onto their hands, to recreate the simple magic of walking through the crowded, illuminated streets of **Calcutta**.

"I stumbled so many times," murmured to the empty room, my voice barely a whisper. "But you always provided your comforting hands. I still feel your presence, Dad and Mom. Day in, day out."

The sting of the present lay in the stark contrast of the past. I had never been fond of the festival merely for its modern pomp and commercial grandeur; to me, the true beauty lay in the deep cultural pride Bengal had carried for centuries. In my childhood, things were entirely different. Families didn't view the festival through the narrow lens of a five-inch screen. Pandal-hopping was a collective journey of the soul.

Whenever I return to the city now, the familiar sights and the electric autumn air still stirred the same profound emotions within me. Yet, the world around me has shifted. The celebration mode had changed, and with it, the people.

Back then, the festival meant absolute security. I could ask for anything and everything, and parents, using the very best of their limited resources, would make it happen just to keep me happy, content, and smiling. Today's parents still made every effort for their children, but the invisible threads holding wider families and relatives together had worn thin. The warm, sprawling gatherings had been replaced by a collective rush to capture moments on handheld devices, trading presence for pixels.

We captured our precious moments in our minds, I thought. *And decades later, they are still fresh.*

Without a single digital capture, I could still perfectly remember which neighborhood pandal stood the best, which lights burned the brightest, and exactly how the laughter sounded. The five days of Puja meant an abundance of life: massive family gatherings where the dining table groaned under the weight of endless platters, celebrating a shared existence through food, music, and effortless entertainment.

No modern restaurant or food giant—no matter how articulates the new names they gave to traditional menus—could ever replicate the magic of my mother's kitchen. The commercial world offered convenience, but it lacked the warmth of an artistic touch finely mixed with love, the pure satisfaction of cooking for near and dear ones, and the gentle, attentive insistence that I finish every last bite on his plate.

My mind wandered through the sensory menu of those childhood mid-days. The meal would always begin elegantly with *Shukto*, a rich, thick curry balancing the bitterness of bitter gourd with the crispness of drumsticks, brinjal, and fried *bori*, all bound together by grounded spices and milk. Then came the absolute classic: *Aloo Posto*, comforting and deeply rooted in the soil of West Bengal.

But the true crown jewel was always *Sorshe Ilish*. The sharp, pungent aroma of Hilsa fish cooked in mustard paste, balanced perfectly with nigella seeds and green chilies, was a staple that defined the very identity of a Bengali home. The table would be crowded with bowls of rich Mutton Curry, spiced *Aloo Dum*, and velvety *Chingri Macher Malai Curry*. And, of course, no household celebration could ever be called complete without *Luchis*—those golden, deep-fried delicacies, puffed up and crispy, a mandate for every happy occasion. Side dishes of sweet *Cholar Dal*, *Lau Ghonto*, and *Mochar Ghonto* filled the gaps, leading up to a sweet finale. The neighborhood sweet shops would be lined with people, and a young Arijit would eagerly wait his turn to bring home earthen pots filled with mouth-watering *Rasgullas*, *Chomchom*, *Rasamalai*, and a flawless variety of *Sandesh*.

I smiled, a bittersweet curve of the lips, and finally hit 'Publish' on the layout.

The digital world would keep spinning, hashtags would trend and fade, and families would continue to look at the world through glass screens. But the real gold remained locked safely inside my mind, untouched by time.

I took a slow sip of my tea, looking out at the changing world outside. The show must go on. We change with the situations, we bend with the circumstances, and the old truth remains undefeated: time and tide wait for no man. But for one quiet evening, under the shadow of Mahaastrami, the memories were more than enough.

Arijit Basu *- writer, social influencer, Author of "Becoming A Special You", Sr. Clinical Research Engineer/ Data Analyst, Educator, Coach, Brand Ambassador, Journalist, Show host, Entrepreneur, Mentor, and Advisory Council Member of DAWN NextGen Scholars Program Powered by Dawn Research and Development Council (DRDC).*

Artist: Arinjoy Chakraborty (10 Yrs) *goes to Farmington Elementary School (5th Grade) and sees the world with curiosity and a big heart. Whether he is sketching in his notebook or reading his favorite adventure books, plays video games, his creativity never stops. He is a great friend, an awesome helper, and a true joy to his family who loves to play with his younger brother Aadijoy.*

Artist: Alekhyo Narayan Dey, *he goes to Dogwood Elementary School, he likes to play basketball, football and loves to swim. His passion is about collecting Pokémon cards.*

ORIGIN OF DURGA PUJA IN BENGAL AND SIGNIFICANCE OF BISARJAN

Bandana Majumdar

Durga Puja is an age-old tradition in Bengal though its exact origin is not very clear. It is generally believed that King Surath of ancient Bengal performed the first ever durga puja in spring time in the 'basant' season. The 'Sharadiya' puja in autumn as we celebrate every year today is to commemorate Rama's invocation of the goddess before going to war with the demon king Ravana. It is thus called 'Akal bodhan' or out of season worship. Somehow this out-of-season event – may be because it celebrates triumph of good over evil – came to stay as real Durga Puja and the original spring time puja is now mostly held in personal homes and has been relegated as Basanti Puja.

Historical records suggest that royalty and wealthy zamindar families were sponsoring major durga pujas in autumn since the 16th century. The first grand worship of Goddess Durga is said to have been celebrated in late 1500s. Folklores suggest that landlords of Dinajpur and Malda districts of North Bengal initiated the first Sharadiya Durga Puja in Bengal. According to a different source, however, the first Sharadiya Durga Puja was organised by Bhabananda Mazumdar of Nadia district in 1606. The 418 years old durga puja of the Sabarna Roy Chowdhury family started in 1608 in Barisha in the southern parts of today's Kolkata is another important landmark.

The origin of community or 'sarbajanin' puja is credited to the twelve friends (baro-yaari) of Guptipara in Hooghly who collaborated and collected contributions from local residents to conduct the first community puja in 1790. The baro-yaari puja led to the so-called 'Sarbajanin' puja in 1910 when the Sanatan Dharmotsahini Sabha organised the first truly community puja in Baghbazar in Kolkata with full public contribution, public control and public participation. Baghbazar Sarbajanin remains one of the most important Durga Puja festivals even today.

The traditional icon of the goddess worshipped during Durga Puja is totally in line with the iconography delineated in the scriptures. Various gods bestowed their powers to co-create a beautiful goddess with ten arms each carrying the most lethal weapons of the respective gods. The tableau of Durga as it is worshipped now, however, also features her four children, Laxmi, Saraswati, Ganesha and Kartik.

One question may easily come up in our minds in the wake of elaborate Durga Bisarjan processions all over the city of Kolkata and elsewhere that, after invoking the goddess into our homes/pandals and four days of fast, feast and worship why throw the idols into the river? In Sanskrit, the word Bisarjan is derived from the verb 'srij' (বিসর্জন – বি +সৃজ + অন) meaning to create (shristi) in a special (bisesh) way. Bisarjan does not mean farewell. The all-pervading goddess resides in our minds and hearts (Chinmoyee – Chit meaning heart), we have bound her spirit in a clay idol (Mrinmoyee – Mrit meaning clay), invoked her, prayed to her, gave offerings – now we strive to revoke her back to her Chinmoyee form once again

through Bisarjan into the river, a free fast flowing river that cleans itself. She was in front of our eyes in clay form, now she goes out of our eyesight but remains very much in our heart and mind – stays forever in her Chinmoyee form – only to be invoked again in material form in the following year.

Bandana Majumdar did her PHD in Physics from Calcutta University and worked in IIT Kharagpur.

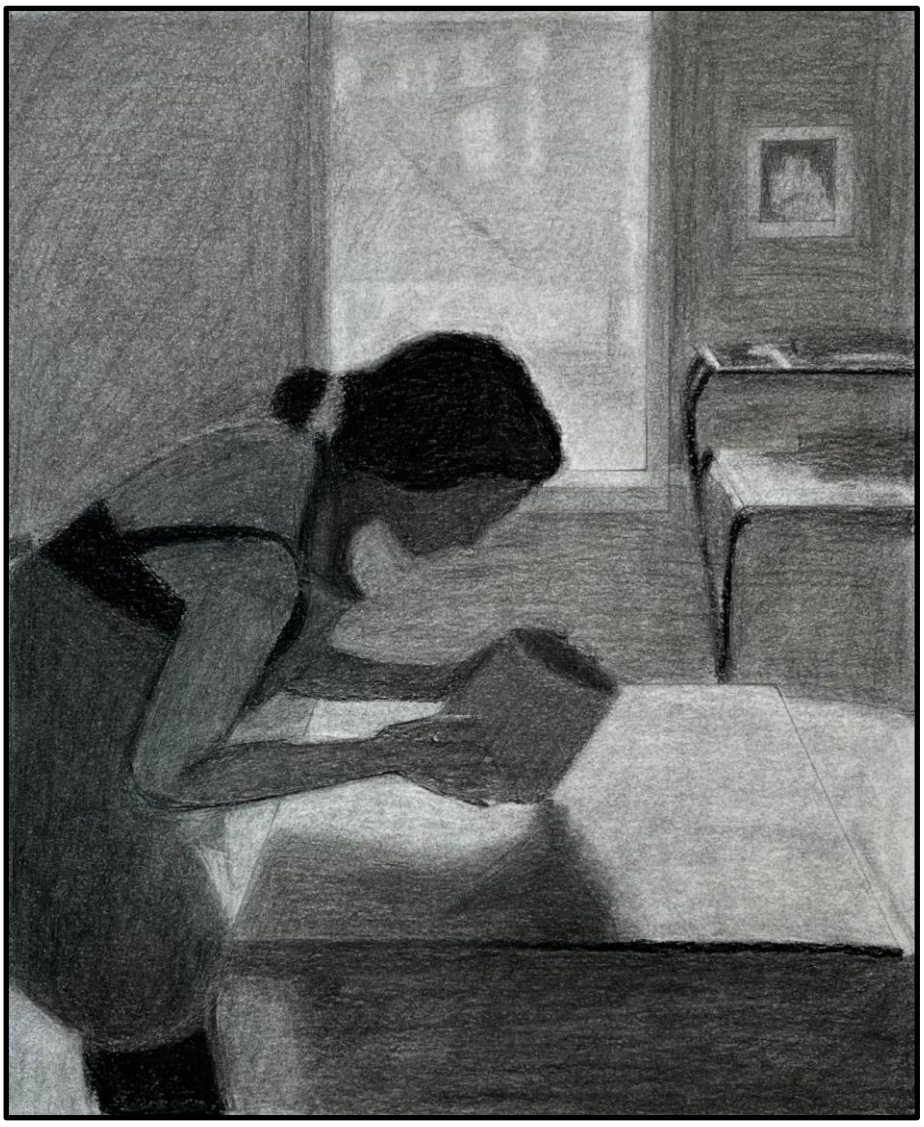

Artist: Subarna Mukherjee*, Love art. Happy to be a part of the MSBA community.*

পূজোয় বাড়ি ফেরা

Tanima De

ভোরের আকাশটা তখনও পুরোপুরি আলোয় ভরে ওঠেনি। পাড়ার রাস্তার ধারে শিউলি ফুলের সাদা চাদর। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের মৃদু আওয়াজ— ধুম্... ধুম্... ধুম্...

তনয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনছিল। কত বছর পর আবার পুজোর সময় বাড়িতে এসেছে সে। শহরটা বদলে গেছে। পাড়ার সেই পুরোনো মাঠের পাশে এখন বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি। চায়ের দোকানের জায়গায় কফিশপ। তবুও আশ্চর্যভাবে, পুজোর গন্ধটা বদলায়নি।

মা তখন রান্নাঘর থেকে ডাকলেন, — "তনু, তাড়াতাড়ি আয়। নারকেল নাড়ু বানিয়েছি। গরম গরম।"

তনয়া হেসে বলল, — "মা, তুমি একটুও বদলাওনি।"

মা জানলার বাইরে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, — "সবকিছু বদলালেও পুজোর কটা দিন যেন বাড়িটা একই থাকে, তাই না?"

তনয়া উত্তর দিল না। তার মনে পড়ল ছোটবেলার কথা। ষষ্ঠীর দিন নতুন জামা পরে বাবার হাত ধরে প্যান্ডেলে যাওয়া। সপ্তমীর সকালে মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে অঞ্জলি দেওয়া। অষ্টমীর ভোগের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়ানো। আর নবমীর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে প্যান্ডেল ঘুরে বেড়ানো।

তারপর একদিন পড়াশোনা, চাকরি, সংসার—সব মিলিয়ে সেই দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

বাবা চলে যাবার পর মা কে নিয়ে তার বড় দুশ্চিন্তা ছিলো। কিন্তু তার সে চিন্তা কখন যে একটা সুন্দর অনুভূতি তে মিলিয়ে গেছে সে বুঝতেই পারে নি। দাদারা তাকে যেমন আগলে রেখেছিল বিয়ের আগে ঠিক সেই রকম ই মা কেও আগলে রেখেছে। এ যে কি অনুভূতি সে নিজেও জানে না।

মা এর হাত এর গরম গরম নাড়ু খেয়ে সে ভাবল মা এর শাড়ি র থেকে একটা শাড়ি নিয়ে সেই বিয়ে র আগের মতো পরে পান্ডেল এ যাবে।

সে যে কি আনন্দ্য হত মা এর রেগে যাওয়া আর বাবা র তত আড়াল করা মা এর বকুনি থেকে বাঁচানোর জন্যে।

দুপুরে পুরোনো আলমারি গোছাতে গিয়ে তনয়া একটা ছোট্ট বাক্স পেল। খুলতেই বেরিয়ে এল একটা শুকনো শিউলি ফুল আর লাল ফিতেয় বাঁধা পুরোনো চিঠি।

চিঠিটা বাবার হাতের লেখা। "তনু,

যেদিনই মন খারাপ হবে, মনে করিস—মা দুর্গা প্রতি বছর আসেন। আবার আসেন। তাই কোনো বিদায়ই চিরদিনের নয়।"

তনয়া র চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। বাবা নেই আজ কত বছর।

সন্ধ্যায় প্যান্ডেলে গিয়ে সে দেখল, প্রতিমার সামনে অসংখ্য মানুষ। কেউ প্রার্থনা করছে, কেউ ছবি তুলছে, কেউ হাসছে। তনয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ পাশ থেকে একটা ছোট্ট মেয়ে তার হাত ধরে বলল, — "দিদি, তুমি কাঁদছ কেন?"

তনয়া চোখ মুছে হেসে বলল, — "না তো। মা এসেছেন বলে একটু আনন্দের জল।"

মেয়েটা কিছু না বুঝে হেসে দৌড়ে চলে গেল। ঢাকের শব্দ আরও জোরে উঠল।

তনয়া প্রতিমার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল— "বাবা, তুমি ঠিকই বলেছিলে। কেউ পুরোপুরি চলে যায় না। পুজো এলেই সবাই আবার ফিরে আসে—কেউ স্মৃতিতে, কেউ গন্ধে, কেউ ঢাকের শব্দে।"

বাইরে তখন শিউলি ঝরছে। আর তনয়া র মনে হচ্ছিল, বহু বছর পর আজ সত্যিই তার পুজোয় বাড়ি ফেরা হলো।

***Artist: Subarna Mukherjee**, Love art. Happy to be a part of the MSBA community.*

Nari Shakti: The Original Durga Force

Dr. Jheelam Banerjee

As we get ready to welcome Ma Durga, there is refreshed excitement in the air. Every year we celebrate the Goddess arriving armed with ten weapons, riding a lion, defeating a demon, and looking perfectly put together while doing it. To me Ma Durga is the original superhero. In fact, she is the OG and the GOAT of Nari Shakti. (I learned those terms from my teenage son and have been waiting for an opportunity to flaunt my GEN Z vocab knowledge in public, phew! done and dusted)

As the dhaak is getting louder, the shopping lists are getting longer, and the WhatsApp groups are suddenly becoming more active than stock market, what better topic for this year's *patrika* than Nari Shakti?

The women around us may not carry tridents, swords, or bows, but they wield far more powerful weapons: perseverance, patience, resilience, tolerance, multitasking, and that legendary ability to smile through chaos while everyone else is having a complete meltdown. Think about it. If Ma Durga's ten hands symbolize her ability to handle multiple responsibilities at once, then every mother deserves at least twelve hands. One for managing the household, one for keeping track of everyone's schedules, one for locating missing items, one for dispensing life advice, one for remembering birthdays, one for feeding people who eat a full meal and finish half the snacks and immediately after ask 'what's for dinner Mom', and several reserve hands for emergencies.

When I think of Nari Shakti, I think of my mother. She is the very definition of a superwoman, always positive, endlessly resourceful, and unquestionably the backbone of our family. My father and I were so dependent on her that my grandmother often joked that if my father had his way, he would ask her to even brush his teeth for him. Looking back, I'm not entirely convinced she was joking! After my father's passing last year, my mother displayed a quiet strength that amazed us all, calmly holding the family together when we needed her most. True to form, she was soon back to her bustling schedule, surrounded by her wonderful circle of friends, her own version of a Durga squad, supporting and cheering each other on through life. These days she's busier than most corporate executives, especially during Pujo season, volunteering at the club, organizing events, and making sure everyone feels included. To her, everyone is a *"bechara"* in need of help, and she genuinely treats solving other people's problems as her moral responsibility. It is no surprise that she is so loved. And while I worry about her constantly, I've come to realize she's doing what she has always done best, taking care of an entire community, one bechara at a time. 😊

Durga Puja of course always comes with a touch of nostalgia. As children living far from home, we miss our families back home especially our mothers during this time of year. We miss sharing bhog together, shopping for new saris, arguing over jewelry choices, and hearing the familiar reminders to carry a shawl because "style er thelay bujhteo parbena ar phat kore thanda lege jabe." I worry about her. She worries about me. I call to check whether she has eaten. She calls to check whether I have eaten. Neither of us is fully convinced that the other is capable of basic self-care. Yet every year, Pujo teaches me the same lesson. While we spend so much time worrying about our mothers, they are often doing just fine. They have built meaningful lives filled with friendships, purpose, community, and resilience. They continue to inspire us, support us, and remind us what strength truly looks like.

So this Durga Puja, as we celebrate the triumph of good over evil, let us also celebrate the Durgas among us. The mothers who quietly keep families together. The daughters who chase ambitious dreams. The sisters who stand by us. The friends who lift us when we stumble. The women who fight battles that no one sees and emerge stronger every time. Because Nari Shakti is not just found in mythology. It is found in our homes, our communities, our friendships, and perhaps most importantly, in our mothers.

And while Ma Durga may return to Kailash after a few days, the Durgas in our lives remain with us every day, wielding their invisible weapons, performing miracles large and small, and somehow making it all look effortless. And to all our mothers: thank you for proving every day that you never needed ten hands to be superheroes. Though, admittedly, it probably would have helped. 😊

Shubho Durga Pujo!

Dr. Jheelam Banerjee *is an aspiring-to-be active member of the community. If her work travels would permit, she would be there for every activity but unfortunately is mostly missing in action. As a Senior Manager, Clinical Operations by day and a full-time chauffeur to her child's extracurricular activities by night, her schedule stays packed. When not juggling study start-ups, investigator relationships, and family logistics, she can usually be found searching for her next favorite restaurant, planning a vacation she may or may not have time to take, or dreaming about getting eight consecutive hours of sleep.*

Artist: Aayra Banerjee, *Art crazy, Always helpful, Yoyo crazy, Riverdale raiders, Always loving.*

বৃষ্টিস্নাত

জুলি বসু রায়

আজকে আবার ভীষণ বৃষ্টি
সেই সেদিনের মত;
আকাশ দিচ্ছে উজাড় করে
মেঘের গোপন ক্ষত ।

ভিজছে শাড়ি বারান্দা বেয়ে -
ভিজছে দেবদারু ;
আমি এখন রান্নাঘরে
এই ত দিনের শুরু !

কোন কোন সকাল কেন
এমন কালো হয় ?
বুকের ভেতর যুদ্ধ করে
দুঃখ অসময় ?

আনমনা পেন লিখতে চাইছে
একছাতা দুইজন ;
হাতের মুঠোয় আরেকটি হাত
চোখে শালুকবন --

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে
ডাকছে জলের ছোঁয়া ;
সেই সেদিনের সিক্ত শহর
হারিয়ে খুঁজে পাওয়া ।

তোমার পাড়ায় বৃষ্টিস্নাত
চড়ুইপাখী আসে ?
বিপ্লবে আর ভালোবাসায়
প্রতি শ্রাবণমাসে ?

চড়ুই , আকাশ, গাছের ডালে
ভেজা পাখির বাসা
ভিজছে যে সব মানুষ এখন
সবাই ভীষণ একা ।

ভেজা হাওয়ার, অভিমানের
কোথায় আছে শেষ ?
একছাতা দুই মানুষ থাকার
হয় কি কোন দেশ ?

How Bees Pollinate and Help Nature

Dwaipayan Bhowmick (5th grade)

Bees are wasp sized insects that are very important to the world. They pollinate many flowers which lets the flowers turn into fruits. This lets animals eat, which causes the food web, which gives us food. Bees pollinate plants by accident. It starts when a bee gets attracted to a flower, and decides to land on it.

When the bee lands on flower to drink nectar, it builds up static electricity which makes the pollen stick to the bee. If the same bee lands on a female flower, the pollen on the bee can fall on the flower, which fertilizes the eggs. If the flower successfully turns into a fruit, it will likely get harvested or eaten by an animal.

When an animal eats a fruit, it can live longer and receive energy. A predator can eat that same animal, which continues the food web. Also, bees are a major part of farming, since livestock is usually herbivorous. Without bees, humans wouldn't go extinct but would suffer from food shortage. All crops would disappear, which would leave herbivores starve and omnivores malnutrition. That means the animals at the bottom of the food web would die, causing their predators to die too! But it wouldn't be the end of the world because there are still other bugs that pollinate.

Some bees live underground. They create underground burrows that loosen soil which fertilize plant roots and help them grow larger. It can also let the water deepen into the soil, which can give it more nutrients. If an intruder breaks into the hive, like a Giant Asian Hornet, they would gather up around the intruder and ball up on it. This bee-ball made the hornet suffocate and of heat. Bees also use a non-lethal strategy by flapping their wings in a wave pattern.

In conclusion, bees are very essential to nature and are fascinating.

Durga Puja Through My Eyes

Souniv Ghosh

For me, Durga Puja means happiness, new clothes, visiting beautiful Puja Pandals, and having lots of fun with my friends. When I hear the sound of the dhak all around, my heart fills with joy. I love seeing the beautiful idol of Goddess Durga. Her 10 hands, the weapons she holds, and her peaceful smile fascinate me.

The light, decorations, and the smell of incense make the whole place look like a magical world. During the Puja, I offer anjali with my mommy, papa, and my 2 little sisters, and enjoy the delicious prasad.
I also love wearing new clothes. This year, Dadu sent me a new Panjabi. I also love taking pictures with my friends and my family. In my eyes, Durga Puja is not just a festival; it is a celebration of happiness, love, family, and togetherness. That is why I eagerly wait for Durga Puja every year!

Happy Durga Puja!

The Autumn (Fall)

Manish Kumar Bagchi

Summer swiftly fades thankless way,
With extreme postures of scorching rays.
Season triggers to changes in nature,
With soothing, golden amber color.

Trees, big or small , are ready for changes,
Shedding leaves bearing brunt of ages.
Leaves are falling floatingly on the way,
Happily for the new born, to pave the way.

Squirrels are busy to pick up the food
To hide safely in the holes of the wood
Tweeting, tiny birds cozying with mates
Sensing the time to fly for warmer places

Children are joyous for festival in air
After long break, Maa Durga is here
Maa descends to rekindle hopes in mind
May She, with divine power, save the
mankind.

অনুভব

Rajib Kumar Dey

শান্ত হও, নিরব হয়ে যাও,
পৃথিবীর অফুরন্ত কোলাহল হতে
নিজেকে জানানোর জন্য মুক্ত কর
নিজের গভীর নূর জানতে,
আবিষ্কার কর নিজেকে।

যতদিন এই দেহটি থাকবে,
ততদিন থাকবে অপ্রাপ্তির ক্ষুধা,
যে মুহূর্তে তুমি নিজেকে
আবিষ্কার করে চেনার আনন্দের ধারণায়
ঠিক সেই দিনই তুমি খুঁজে পাবে শান্তির চাবিকাঠি।

নিজেকে প্রশ্ন করে দেখতো
আসলেই তুমি কিছুর সন্ধান করে চলেছো?
সকাল হতে সন্ধ্যা
কেবল ব্যস্ততার জালে আবদ্ধ
দুনিয়ার জন্য পাওয়া অমূল্য জীবন।

ক্ষুধার খাটে কত গবেষণা বাইরে
তুমি কি শুনতে পাও এ প্রকৃতির ডাক?
হাসাকি খোঁজ পেয়েছো
ওই বিরাট আকাশের নিচের হাতছানি?
নিজেকে আবিষ্কার কর,
তুমি কি অনুভব কর আগের বেদনা?

অনুভব কর জীবনকে,
জীবন যেন এক অসমাপ্ত উপন্যাস
যেখানে কিছু প্রাপ্তি পূর্ণতা পায়
তার কিছু থেকে যায় অতৃপ্তিতে।
তাই জীবন বয়ে যায় আপন খেয়ালে।

কথা ছিল

~ সায়ন্তন বিশ্বাস

কথা ছিল , থাকবে পাশে, হাতে থাকবে হাত ,
তোমার কোলে আমার মাথা, কাটবে সারা রাত।
দুচোখ ভরা রঙ্গিন ছবি, তোমার খোলা চুল,
ভাবনা চিন্তা ঠেলব পায়ে, হোক না হাজার ভুল।
বৃষ্টি ভেজা স্নিগ্ধ পথে, তোমার চলার ছাপ,
অষ্টমীতে তোমার শাড়ি, যৌবনের উত্তাপ।
কথা ছিল, চলবে সাথে, সাদায় এবং কালোয়,
ধর্ম-জাতি-ভাবনা ভুলে, খারাপ এবং ভালোয়।
আমার আল্লা, তোমার ঠাকুর, বিভেদ ছিল কিছু?
বিয়ের সাজে তোমার রঁজন, মন গেল পিছু পিছু।
ধর্ম বুঝি ঠিক করে দেয়, কে বা খারাপ, কে বা ভালো,
এত কথা, এত স্বপ্ন, সবই কি ভুল ছিল?
দূরত্ব আজ বেড়েছে অনেক, জানিনা তুমি কোথায়,
এখনও কি একই আছো, লুকিয়ে কাঁদো ব্যথায়?
বুকের ভেতর আর নেই ক্ষোভ, সব ফেলেছি মুছে,
যা থাকার তা থেকে গেছে, যা যাবার তা গেছে।
থাক সেসব পুরোনো কথা, ভালোবাসা নিও,
ভালো থাকতে শিখে গেছি, ভালো থেকো প্রিয়।

গীতা – এবার কলকাতায়

—অনুপম লাহিড়ী

আমি সময়। আমার সামনে পশ্চিমবঙ্গের কুরুক্ষেত্রের ময়দান। আজ দুই মহামানব সামনাসামনি। তিন ফুলের নেত্রী, সুমিতা দি, আর তার সামনে অরেঞ্জ বারের নেতা, কৃষ্ণ দাস। পশ্চিমবঙ্গের ইলেকশন এখন তুঙ্গে। দুই দল ভোটারদের ভুজুং দিতে ব্যস্ত। সুমিতা দি বলেন—তিন ফুল আমাদের রবি ঠাকুরের দল, কারণ রবি ঠাকুর "ফুলে ফুলে" গানটা রচনা করেছিলেন। ওদিকে কৃষ্ণ দাস বলেন, অরেঞ্জ বারই আসল দল। অরেঞ্জ বার খেলে মাথা ঠান্ডা থাকে, প্রভু রামচাঁদ অরেঞ্জ বার খেতেন। দুই দলের ভোটাররা তিন ফুল আর অরেঞ্জ বার নিয়ে কোন্দল করতে ব্যস্ত, একেবারে মার মার কাট কাট অবস্থা।

আমি সময়, সব দেখতে পাই। কলকাতার ময়দানে দুই নেতা সামনাসামনি। সুমিতা দি হাত জোড় করে কৃষ্ণ দাসের সামনে।

সুমিতা দি: প্রভু, এ আমি কী করছি? এই অরেঞ্জ বার, আমরা কত খেয়েছি। দুজনে মিলে অরেঞ্জ বার খেতে খেতে পায়ের চিহ্ন, হাতুড়ি, সবাইকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে খেদিয়েছি। আর আজ আমি অরেঞ্জ বারকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চলেছি। ছি, এ আমি পারব না। এর থেকে তিন ফুল সরে দাঁড়াক, আর অরেঞ্জ বার পশ্চিমবঙ্গের সবার হাতে হাতে আইসক্রিম স্টিক ধরিয়ে দিক।

কৃষ্ণ দাস: আহা, কী করছ দিদি, তুমি ভেঙে পড়লে চলবে? ভোটে জেতা-হারা কি আমাদের হাতে? সেটা তো আগে থেকেই ঠিক করা আছে। তিন বিজনেস টাইকুন—বোম্বানি, ছাগানি, পাধানি—এরা সব ঠিক করে রেখেছে। আমরা তো নিমিত্তমাত্র। ওরা যে পথ দেখাবে, আমরা সেই পথেই চলব।

সুমিতা দি: তা হোক, তা বলে আমি অমিত দা, সৌমেন্দু দা, আগুন দি—এদের পেছনে লাগব? আমি হেরে গেলেও পারব না।

কৃষ্ণ দাস: ওহে সুমিতা দি, হার-জিত ত্রিমূর্তির হাতে ছেড়ে দাও। একেবারে সরে গেলে সেটা ওয়ান-সাইডেড হয়ে যাবে, সেটা হারার থেকেও পাপ।

সুমিতা দি: তাহলে বলো কৃষ্ণ দাস, আমি এখন কী করব?

কৃষ্ণ দাস: সবার আগে মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধো, হাতে পরো ব্যান্ডেজ। তারপর লেগে পড়ো ইকড়ি-মিকড়ি খেলতে।

সুমিতা দি: তাতে হবে?

কৃষ্ণ দাস: তাতে তুমি জিতবে না, সেটা কনফার্মড। তবে এটুকু এন্টারটেইনমেন্ট আমাদের ভোটাররা ডিজার্ভ করে।

সুমিতা দি: তাহলে আমাকে হারতেই হবে?

কৃষ্ণ দাস: আহা, পলিটিক্সে কোনো হার-জিত হয় না। এক হয় জেতা, নাহলে শেখা। গত ১৫ যুগ আমি শিখেছি, এবার শিখবে তুমি। আবার ১৫ যুগ পরে এই কলকাতার ময়দানে আবার আমাদের দেখা হবে। তখন তুমি জিতবে, আর আমি এক্কা-দোক্কা খেলব। এই চলবে অনন্তকাল, ঘড়ির কাঁটার মতো। আজকে হ্যারিকেন, কালকে অরেঞ্জ বার, আর পরশু আছোলা বাঁশ।

সুমিতা দি: তাহলে প্রভু, এখন আমার কী করণীয়?

কৃষ্ণ দাস: তুমি এখন বোম্বানি, ছাগানি এদের সাথে লুডো খেলো। খেয়াল রাখবে, জিতটা যেন ওদের হয়ে হয়। ওরা জিতলেই তুমি জিতবে।

সুমিতা দি: যাই তবে, ওদিকে অভয়ের জন্য একটা মিছিল আয়োজন করেছি।

কৃষ্ণ দাস: এই অভয়দের থেকে তুমি এখন মুক্ত। ওটা জনগণের হাতে ছেড়ে দাও। ওরা তিন দিনে সব ভুলে যাবে।

আমি সময়, সব দেখতে পাই। আবার আমাদের দেখা হবে ১৫ যুগ পরে—এই কলকাতার ময়দানে। ততদিন আপনারা অরেঞ্জ বার চুষুন, আর শেষ হয়ে গেলে বুড়ো আঙুল চুষবেন। আসছি তবে, Tata Tata Bye Bye... আবার যেন দেখা হয়।

দাবিত্যাগ: এই রচনাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও নিছক বিনোদনের জন্য লেখা। কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলের সাথে সাদৃশ্য থাকলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়।

চাঁদ দেখা

অসিত রঞ্জন রায়

ছোটবেলায় মা চাঁদকে দিয়ে
আমার কপালে কত টিপ পরিয়েছিল।

দাদু কত গল্প শুনিয়েছিল—
চাঁদে চরকা-বুড়ি সুতা কাটে,
রাহু আর কেতু চাঁদকে গিলে ফেলে—
আরও কত কী!

একটু বড় হতে বাবা আমায় রাতে বলেছিল—
'চল, তোকে আকাশের তারা দেখাব।'
দেখিয়েছিল ধ্রুবতারা, ক্যাসিওপিয়া, কৃত্তিকা—
আরও কত কী!

এক বন্ধু আকাশের চাঁদটাকে দেখিয়ে বলেছিল—
'দ্যাখ, কেমন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়!'
দেখেছিলাম—'সত্যিই তো!'

আরও একটু বড় হয়ে তারামণ্ডলে তারা দেখেছি।
এখন আর চাঁদ দেখা হয় না।
অমাবস্যার পর কেমন করে একটু একটু করে
চাঁদটা বড় হতে– হতে– পূর্ণিমার চাঁদ হয়—
এখন কি আর চাঁদের হাট হয়?

মনে ভাবি, এখনও কি 'চাঁদের হাসির বাঁধ' ভাঙে?
কোনো কবি এখনও কি চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি'
দ্যাখে?

এখন আর চাঁদ দেখা হয় না।
মা-বাবাও চলে গেছে তারাদের দেশে।

আমেরিকাতে এসে মেয়েকে বললাম—
'তুই কি এখানে কখনও চাঁদ দেখিস?'

মেয়ে বলল—
'বাবা, কাল চলো, তোমাকে নাসা তে চাঁদ দেখাব।'

অসিত রঞ্জন রায় একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। তাঁর বাড়ি হুগলি জেলার কামারপুকুর সংলগ্ন মুল্লুক গ্রামে। শিক্ষকতার পাশাপাশি সাহিত্য, সংগীত ও ভ্রমণের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ রয়েছে। অবসর জীবনে লেখালেখি, গান এবং নতুন নতুন স্থান ভ্রমণের মধ্যেই তিনি আনন্দ খুঁজে পান। সহজ জীবনবোধ, প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাঁর লেখায় বারবার প্রতিফলিত হয়।

Artist: Arinjoy Chakraborty

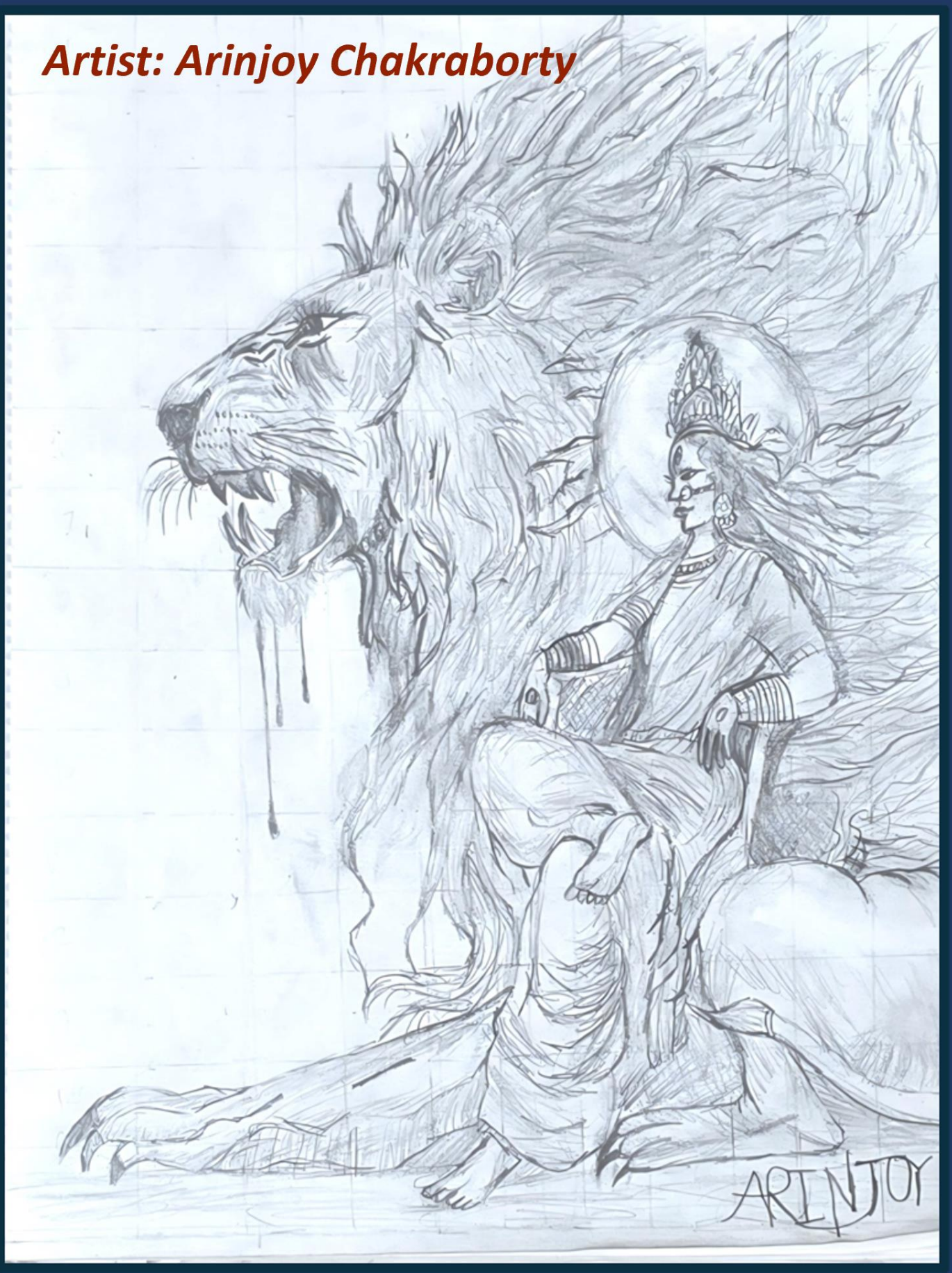

Email: msba.memphis@gmail.com
Website: https://msbamemphis.com
Facebook: https://www.facebook.com/msba.memphis
YouTube: https://www.youtube.com/user/MyMsba
Instagram: https://www.instagram.com/msbamemphis/
Twitter: https://twitter.com/MidMsba